

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবহারকারীর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি লক্ষ রেখে মাইক্রোসফট প্রতিনিয়ত তার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমকে আপগ্রেড করে আসছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিটি আপগ্রেডের সময় উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে কোনো না কোনো ফিচার যেমন আপগ্রেড হয়, তেমনই নতুন ফিচার যুক্ত হয় বা কোনো কোনো ফিচার বিয়ুক্ত হয়। এ ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি উইন্ডোজের নতুন ভার্সনেই। আর তাই উইন্ডোজের নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৮-এ কিছু টুল এবং সুপরিচিত ফিচারের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

মাইক্রোসফটের অন্ধ ভক্তরা এই নতুন অপারেটিং সিস্টেমকে সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছেন, যদিও এতে কিছু বিরক্তিকর চেহারা বা অবয়ব সম্পৃক্ত করা হয়েছে। উইন্ডোজের নতুন এ অপারেটিং সিস্টেমকে এমনভাবে ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা

হয়েছে বেশ কিছু অ্যানিমেটেড টাইলস। চালু করা হয়েছে পুরনো স্টাইলের একটি পরিপূর্ণ উইন্ডোজ ডেস্কটপ, যা এখনও স্টার্ট বাটন ছাড়া।

তবে এটি ফিল্ম করা যায় সহজেই। এর Classic shell রিস্টোর করতে পারে সব মিশিং তথা হারানো ফিচার। শুধু তাই নয়, উইন্ডোজ ৭ স্টাইল স্টার্ট মেনু থেকে নতুন স্টাইলের স্টার্ট মেনু চালু করার সুবিধা রাখা হয়েছে। এই টুল ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে। উইন্ডোজ ৮-এ স্টার্ট মেনু ফিরে পাওয়ার জন্য নিচে বর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

ক্লাসিক শেল ইনস্টলেশন অপশন স্ক্রিন আবির্ভূত হওয়ার পর ব্যবহারকারীকে Classic Explorer এবং Classic IE9 অপশনে ক্লিক করতে হবে। এরপর বেছে নিতে হবে Entire feature will be unavailable ফিচার। এই ফিচারকে ডিজাইন করা হয়েছে উইন্ডোজের পুরনো ভার্সনের জন্য। এই ফিচারকে ব্যবহার করা যেতে পারে সবকিছু ডিজ্যাবল বা কিছু

হয়ে যাবে।

এ কাজটি করতে কিছুটা কষ্ট হলেও আপনি উইন্ডোজ ৮-এ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ই-মেইল চেক করার কাজটি করছেন।

নতুন স্টাইলের মেইল (Mail) অ্যাপ ই-মেইল অ্যাকাউন্ট সাপোর্ট করে না, যা ব্যবহার করে পরিচিত স্ট্যান্ডার্ড Pop3 এবং এটি শুধু সেগুলোর সাথে কাজ করে যেগুলো সাপোর্ট করে Imap স্ট্যান্ডার্ড। ওয়েব মেইল সার্ভিস এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারসহ ভার্জিন মিডিয়া এবং BT ইন্টারনেট Imap সাপোর্ট করে।

সেরা অপশন

প্রতিবিধানের দুটি উপায় থাকলেও একটি সহজ এবং অপরটি বেশ জটিল। সহজ উপায়ে ব্যবহার হয় পুরনো স্টাইলের ডেস্কটপ ই-মেইল প্রোগ্রাম, যেমন থান্ডারবার্ড বা মাইক্রোসফটের নিজস্ব উইন্ডোজ লাইভ ওয়েব মেইল। তবে Mail-এর মতো নয়। এটি উইন্ডোজ ৮-এর অন্যান্য নতুন স্টাইলের অ্যাপস, যেমন People-এর সাথে ইন্টিগ্রেটেড নয়।

এক্ষেত্রে আরও বেশি বাজে অপশন হলো মাইক্রোসফটের Outlook.com ওয়েব মেইল সার্ভিস ব্যবহার করা (www.outlook.com) এবং Pop3 ই-মেইল অ্যাকাউন্ট থেকে মেইল রিসিভ ও সেন্ড করার জন্য কনফিগার করা। এই কাজটি করার জন্য Outlook.com-এ লগ করে Settings মেনুতে More email settings-এ ক্লিক করতে হবে। এরপর Sending/receiving emails from other accounts ক্লিক করে Add an email account-এ ক্লিক করে নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

অনুরূপে জি-মেইলকে কনফিগারে করা যায় Settings মেনুর Accounts এবং Import সেকশন ব্যবহার করে। এবার Add a Pop3 mail account you own সেটিং বেছে নিয়ে নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক সেটিং ই-মেইল অ্যাড্রেস ব্যবহার করে।

লক্ষণীয়, উইন্ডোজ ৮ ডিভিডি ভিডিও ডিস্ক বা ফাইল প্লে করতে পারে না, কেননা ডিভিডি এবং ব্লুরে ডিস্কের জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মাইক্রোসফট ডিভিডি প্লেব্যাকের জন্য সব ধরনের সাপোর্টও সরিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে কোম্পানির অর্থ সাশ্রয়ও হবে, কেননা ডিভিডি প্যাটেন্টধারীদেরকে আর লাইসেন্স ফি দিতে হবে না।

সৌভাগ্যক্রমে এর সমাধানও আমাদের হাতে আছে। এজন্য ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার নামে এক ফ্রি প্রোগ্রাম আছে, যা অনেক ধরনের ডিভিডি ও অডিও ফাইল প্লে করতে পারে। এই টুলের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সব সঠিক কোডেক। ফলে এজন্য বাড়াতি কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হয় না।

লক্ষণীয়, উইন্ডোজ মিডিয়া ফাইলের পরিবর্তে নতুন স্টাইলের মিউজিক এবং ডিভিডি অ্যাপসের জন্য পাবেন সব ধরনের মিডিয়া ▶

## উইন্ডোজ ৮-এর মিশিং টুল যেভাবে রিস্টোর করবেন

তাসনুভা মাহমুদ

অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যেমন উইন্ডোজ ৮-এ আগের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমগুলোর মতো স্টার্ট মেনু নেই কেনো? ই-মেইল কেনো কাজ করে না? পিসিকে কিভাবে বন্ধ করবেন? ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের জবাব বা সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবারের পাঠশালায়। এই লেখার মাধ্যমে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন উইন্ডোজ ৮-এর দুর্বল দিকগুলো বা মিথ্যা গর্বের বিষয়গুলো।

নতুন উইন্ডোজ ৮ স্টার্ট বাটন



ক্লাসিক শেল ইনস্টলেশন অপশন

উইন্ডোজ ব্যবহারকারীরা যখন প্রথমবারের মতো উইন্ডোজ ৮ চালু করবেন, তখন প্রথমেই হোঁচট খাবেন স্টার্ট বাটন দেখতে না পেয়ে। কেননা, মাইক্রোসফট তার নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৮ থেকে স্টার্ট বাটনকে সরিয়ে রেখেছে। এর পরিবর্তে ব্যবহারকারীরা পাচ্ছেন কালারফুল বাফলিং স্ক্রিন, যেখানে সমন্বিত করা

সক্রিয় অ্যাক্টিভ কর্নারকে ডিজ্যাবল করার জন্য, যা স্ক্রিনের প্রান্তে Charms বার এবং প্রোগ্রাম সুইচের বারকে ইনভোক করে।

উইন্ডোজ ৮-এর অফ বাটন খুঁজে বের করা

বিকল্প হিসেবে বেশ কিছু ফ্রি টুল আছে, যেমন Startmenu8 এবং StartW8 (www.areaguard.com/startw8)। উইন্ডোজ ৮-এর আরেক যন্ত্রণা পাওয়ার বাটনের অন্তর্ধানের সমস্যা সমাধান করতে পারে চমৎকারভাবে ক্লাসিক এবং অনুরূপ অ্যাপ্লিকেশন। ক্লাসিক শেলে এটি স্টার্ট মেনুর স্বাভাবিক অবস্থানে রিস্টোর হয়। তবে এটি লুকিয়ে থাকে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। নতুন পাওয়ার মেনু খুঁজে পেতে উইন্ডোজ কী চেপে ধরে I (ক্যাপিটাল লেটার) কীতে ট্যাপ করতে হবে। এরপর Charms বারের নিচে পাওয়ার আইকনে ক্লিক করুন এবং বেছে নিন ShutDown, Restart বা Sleep বাটন। বিকল্প হিসেবে গতানুগতিক ডেস্কটপ ডিসপ্লে থেকে শাটডাউন অপশন পাওয়ার জন্য Alt+F4 কী একত্রে চাপতে হবে।

Windows Desktop শর্টকাট তৈরির আরেকটি অপশন আছে। এজন্য ডেস্কটপের খালি জায়গায় ডান ক্লিক করে বেছে নিন New→Shortcut এবং আবির্ভূত বক্সে Shutdown /s টাইপ করুন। এরপর Next-এ ক্লিক করে Finish-এ ক্লিক করুন। এতে ডাবল ক্লিক করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিসি বন্ধ

ফাইলের জন্য ডিফল্ট প্লেয়ার। যেকোনো ফাইল এবং ডকুমেন্টের জন্য এটি পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে স্টার্ট স্ক্রিন থেকে ডিফল্ট প্রোগ্রাম টাইপ করে এন্টার চাপুন। এরপর Associate a file type or protocol with a program-এ ক্লিক করে লিস্টে ফাইল টাইপ খুঁজে দেখুন এবং Change program-এ ক্লিক করুন কোন প্রোগ্রামের সাথে এটি ওপেন হবে তা বেছে নেয়ার জন্য।

উইন্ডোজ ৮-এ ওয়েব সার্কিৎয়ের কাজটি বেশ বিরজিকর, কেননা উইন্ডোজ ৮-এ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ১০-এর দুটি ভার্সন সম্পৃক্ত রয়েছে। একটি হলো উইন্ডোজ ৮-এর নতুন স্টাইলের ইন্টারফেসের জন্য এবং আরেকটি হলো গতানুগতিক উইন্ডোজ ডেস্কটপের। এই ভার্সন ব্যবহার হয় যখন লিঙ্কে ক্লিক করা হয়।

ডেস্কটপ ভার্সন সবসময় ব্যবহার করতে চাইলে তা চালু করে Settings cog-এ ক্লিক করে Internet Option সিলেক্ট করুন। এরপর Programs ট্যাব সিলেক্ট করে ড্রপ ডাউন মেনু থেকে Choose how you open links লেবেল করা অপশন সিলেক্ট করে Always in internet Explorer or the desktop সিলেক্ট করতে হবে।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারে আরেকটি ব্রাউজারের জন্য অপশন পাবেন। ফায়ারফক্স ও ক্রোম উভয়ের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা সুবিধা। তবে ভালো হয় ক্রোম ব্রাউজার ব্যবহার করা। কেননা ক্রোম অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং সহজেই ব্যবহার করা যায়।

ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের ডেস্কটপ ভার্সনের মেনুবার প্রদর্শনের জন্য টাইটেল বারে ডান ক্লিক করে Command and Menu bar-এ টিক দিতে হবে।

উইন্ডোজ ৮-এর স্টার্ট স্ক্রিন বেশ কালারফুল, তবে লাইভ টাইলস বেশ বিক্ষিপ্ত এবং সচরাচর প্রদর্শন করে সেকেন্ডে ৩ অপ্রয়োজনীয় তথ্য। লাইভ ডিসপ্লেইং থেকে একটি টাইলকে ডিজ্যাবল করতে চাইলে তাতে ডান ক্লিক করে Turn live tile off বেছে নিতে হবে।

টাইলসের ক্ষেত্রে আরেকটি বিরজিকর বিষয় হলো, এগুলো সুবিন্যাসের সহজ কোনো উপায় নেই। তবে এগুলোকে গ্রুপভাবে রাখা সম্ভব। একটি নতুন গ্রুপ তৈরি করতে চাইলে একটি ফাইলকে ড্র্যাগ করে স্ক্রিনের ডান দিকে নিয়ে আসুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটি ভার্টিক্যাল বার আবির্ভূত হচ্ছে। এরপর মাউস বাটনকে ছেড়ে দিন টাইলকে ড্রপ করার জন্য। এর ফলে এটি হবে নতুন গ্রুপের প্রথম গঠন। এরপর অন্যান্য টাইল এই গ্রুপের ড্র্যাগ করে আনা সম্ভব হবে। একটি গ্রুপের নাম দিতে চাইলে Start স্ক্রিনের নিচে ডান প্রান্তে ছোট (-) মাইনাস চিহ্নে ক্লিক করুন। এর ফলে সব টাইলস সঙ্কুচিত হবে এবং গ্রুপ দেখাবে। যেকোনো গ্রুপে ডান ক্লিক করে Name গ্রুপে ক্লিক করুন। এই ভিউতে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করার মাধ্যমে গ্রুপকে পুনর্বিন্যাস করা যায়। আবার স্বাভাবিক ভিউতে ফিরে আসার জন্য স্ক্রিনের খালি যেকোনো অংশে ক্লিক করুন।

টাইল সাইজ সোয়াপ করার জন্য একটি টাইলে ডান ক্লিক করে যথাযথভাবে Smaller বা Larger বেছে নিতে হবে। পুরনো স্টাইলের ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন চালু করার জন্য যদি স্টার্ট স্ক্রিনে টাইলস থাকে, তাহলে সেটিকে টাস্কবারে পিন করা যায় উইন্ডোজ ৭-এ যেভাবে থাকে সেভাবে। এ কাজটি করার জন্য কাজিফ্রুট টাইলে ডান ক্লিক করে বেছে নিতে হবে Pin to অপশন। লক স্ক্রিন টোয়েক করা



উইন্ডোজ ৮-এর লক স্ক্রিন ফিচার

উইন্ডোজ ৮-এর লক স্ক্রিন ফিচার বিরজিকর আরেকটি কারণ হতে পারে। এটি একটি ছবি ডিসপ্লে করে তা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অবশ্যই ক্লিক করে করা হয়েছে অথবা ব্যবহারকারী সাইন করার আগে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আসলে পাসওয়ার্ড টাইপ করলে এই স্ক্রিন অপসারিত হবে।

লক স্ক্রিন একই ছবি ব্যবহার করে যখন পিসি ম্যানুয়ালি লক করা হয় বা স্লিপ মোড থেকে আবার শুরু হয়। উভয়ই পরিবর্তন করা যায় উইন্ডোজ কী এবং I (ক্যাপিটাল i) একত্রে চেপে। এরপর বেছে নিতে হয় Change PC Settings অপশন। এরপর Personalise সিলেক্ট করে Lock Screen সেকশনে একটি ছবি বেছে নিতে হবে।

যদি পিসিতে শুধু একটি ইউজার অ্যাকাউন্ট থাকে, তাহলে লক স্ক্রিন দ্বিগুণ হয় সাইন ইন স্ক্রিনে। তবে দুই বা অধিক ইউজার থাকে, তাহলে সাইন ইন স্ক্রিন ডিফল্ট পিকচারে ফিরে আসবে এবং তা আর পরিবর্তন করা যাবে না। উইন্ডোজ ৮ প্রো ব্যবহারকারীরা সাইন-ইন এবং লক স্ক্রিনকে ডিজ্যাবল করতে পারেন গ্রুপ পলিশি এডিটর ব্যবহার করে। এজন্য উইন্ডোজ কী এবং R কী একত্রে চেপে কমান্ড বক্সে gpedit.msc. টাইপ করে Ok-তে ক্লিক করুন। এরপর বাম দিকের প্যানে Computer Configuration-এ গিয়ে নেভিগেট করুন Administrative Template→Control Panel→Personalization। এরপর Do not display the lock screen-এ ডাবল ক্লিক করে Enable বাটনে ক্লিক করুন এবং পরিশেষে Ok-তে ক্লিক করুন।

উইন্ডোজ ৮-এর এক্সপ্লোরারে কিছু ভালো বিষয় যেমন রয়েছে, তেমনই কিছু খারাপ বিষয়ও রয়েছে। উইন্ডোজ এক্সপ্লোরারকে এখন বলা হয় File Explorer। তবে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো এর নতুন ইন্টারফেস। এতে এখন আছে মাইক্রোসফট অফিস স্টাইল রিবন মেনু।

অনেকেই মনে করেন উইন্ডোজের ব্যবহারকারীরা গতানুগতিক মেনু থেকে সরে আসতে নারাজ। ফাইল এক্সপ্লোরারে আপনি যা যা করতে পারবেন তার সবই পাবেন রিবনে। এটিকে ডিজ্যাবল করতে উইন্ডোজ উপরের ডানপ্রান্তে ছোট আপ অ্যারোর বামপ্রান্তের প্রশ্নবোধক চিহ্নে ক্লিক করুন। কোনো ফাইল ডিলিট করলে তা কোনো ধরনের কনফার্মেশন জানতে না চেয়ে সরাসরি রিসাইকেল বিনে পাঠায়। কনফার্মেশনকে এনাবল করতে চাইলে রিবনে Delete আইকনের নিচে অ্যারোতে ক্লিক করুন এবং Show recycle confirmation-এ ক্লিক করুন।

উইন্ডোজ ৮-এর সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে সাইন-ইন করার সক্ষমতা। এর ফলে বিভিন্ন উইন্ডোজ ৮ ডিভাইসের মধ্যে সেটিং সিনক্রোনাইজ করা সম্ভব হয়েছে, যেমন ডেস্কটপ পিসি এবং মাইক্রোসফট সারফেস ট্যাবলেট। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ডিভাইসের জন্য ইনপুট সেটিংয়ের দরকার হয় না। এক ডিভাইসে লগ করলে অন্য ডিভাইসেও লগ করা যাবে।

### এ ফিচারটি খুবই দরকারি

এটা বেশ দরকারি, তবে অনেকের কাছে খুব বাজে এক অপশন বিশেষ করে যারা স্বতন্ত্রভাবে ডিভাইস কনফিগার করতে পছন্দ করেন তাদের কাছে। কী সিল্ক পরিবর্তন করতে চাইলে উইন্ডোজ কী চেপে ক্যাপিটাল লেটারের I একত্রে চাপতে হবে। এরপর Change PC Settings-এ ক্লিক করে Sync your settings বেছে নিন। সিল্ক অফ করতে চাইলে উপরের স্লাইডারকে Off-এ সেট করুন অথবা লিস্ট থেকে কোন আইটেম সিল্ক হবে তা বেছে নিন। একটি লোকাল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে চাইলে User-এ ক্লিক করে Switch to local account-এ ক্লিক করে পরবর্তী নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে। মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টকে একটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে উইন্ডোজ স্টোর থেকে। মাইক্রোসফটের মতে, খুব কম লোকই উইন্ডোজ ৭-এর ব্যাকআপ ফিচার ব্যবহার করে। সুতরাং উইন্ডোজ ৮-এ ফিচারকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে File History ফিচার দিয়ে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং অবিরতভাবে ফাইল এবং ফোল্ডার ব্যাকআপ করে।

যারা উইন্ডোজ ৭ শিডিউল ব্যাকআপ ব্যবহার করেন উইন্ডোজ ৮ আপগ্রেড করার আগে, তারা তাদের শিডিউলকে সক্রিয় দেখতে পারবেন। তবে ব্যাকআপ Control Panel-এ লুকানো থাকে। সুতরাং এটি ওপেন করুন এবং সার্চবক্সে টাইপ করুন Windows 7 file recovery। এটি ধারণ করে উইন্ডোজ ৭-এর সব ব্যাকআপ ফিচার এবং ফাইলকে। উইন্ডোজ ৭ ব্যাকআপ থেকে রিস্টোর করতে পারবেন।

উইন্ডোজ ৮-এ কিছু বিরজিকর ফিচার থাকলেও ফাইল ব্যাকআপ টুলকে বেশ উন্নত করা হয়েছে [ক্লিক](#)